"শিশু সুরক্ষা নীতিমালা"

সংজ্ঞা, নীতিমালা ও নির্দেশিকা

PRANTOJON

the marginal people's organization...

প্রান্তজন

মে, ২০২২

ফুলসুম প্যালেস, মিরাবাড়ী সড়ক, রাজুমিয়ার পোল, বটতলা, বরিশাল সদর, বরিশাল।
ফোন: ০৪৩১-২১৭৬৬৩০, মোবাইল: - ০১৭১১-১৮৩৩৩০
ই-মেইল ঃ- prantojon.bd@gmail.com

CamScanner

উপক্রমনিকা

প্রান্তজন শিশুদের অধিকার ও স্বার্থের কথা বিবেচনা করে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদকে গ্রহণ করেছে। বর্তমান নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ যে কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ যারা প্রান্তজনের কর্মসূচীতে শিশুদের সংস্পর্শে আসবেন, তাদের দ্বারা শিশুদের প্রতি সংঘটিত যে কোন ধরনের অবিচার ও নির্যাতনের অনতিক/ অস্বাভাবিক ও দুঃখজনক ঘটনাকে রোধ করা যায়।

নীতিমালার অভীষ্ট লক্ষ্য

একটি মানবাধিকার ভিত্তিক সংস্থা হিসেবে প্রান্তজন শিশুদের কল্যাণের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। এই সংস্থার শিশুকেন্দ্রিক কর্মকান্ডের মূল ভিত্তি হচ্ছে 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯' ও 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনা ১৯৪৮'।

প্রান্তজন, শিশুদের কল্যাণের জন্য সমভাবে বদ্ধপরিকর। এই বিষয়ে বাংলাদেশের সকল কর্মকান্ড আর্ন্তজাতিক আইন, নীতি ও পক্ষ অবলম্বন করে বিশেষতঃ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশু নীতি ১৯৭৪ (সংশোধিত)। শিশুদের নিয়ে কাজ করবার ক্ষেত্রে প্রান্তজনের মূল ভিত্তিসমূহঃ

- শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা
- বৈষম্যহীনতা
- মত প্রকাশের অধিকার
- শিশুর মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যা তাকে প্রভাবিত করে,
- সিদ্ধান্তগ্রহণ, কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে শিশুর অংশগ্রহণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

মূলনীতি ও মূল্যবোধ

নিম্নোক্ত মূলনীতি ও মূল্যবোধ হচ্ছে 'শিশু সুরক্ষার' জন্য প্রান্তজন -এর অবস্থানঃ

শিশু নির্যাতনের প্রতি 'শূন্য সহিষ্ণুতা':

প্রান্তজন কোন অবস্থাতেই শিশুর প্রতি অবিচার ও নির্যাতন সহ্য করে না। প্রান্তজন এমন কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে কোন কাজে নিয়োজিত করবে না যার বা যাদের বিরুদ্ধে শিশুর প্রতি অবিচারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

শিশুর সুরক্ষার যৌথ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনঃ

স্থানীয় সংস্থার সঙ্গে কর্মসম্পর্ক তৈরী করার সময়, প্রান্তজনের নিশ্চিত হতে হবে যে সেই সংস্থার শিশু সুরক্ষা নীতিমালা রয়েছে। যদি কোন ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটে তবে ঐ সংস্থাকে প্রান্তজনের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা গ্রহণ ও অনুসরণকরতে হবে। প্রান্তজন তার সকল সহযোগী সংস্থাকে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ও পরিচালনা নির্দেশিকা তৈরীতে সহায়তা করবে। ঐ সকল সংস্থাকে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে/উন্নয়নে সহায়তা করবে।

এস এম শাহ...
নির্বাহী পরি...
প্রান্তজন, বরিশাল।

...-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

সূচিপত্র

	১: সংজ্ঞা	**১-১**
১.১	শিশু	১
১.২	শিশুর সুরক্ষা	১
১.৩	শিশুর প্রতি অবিচার	১
	২:শিশু সুরক্ষা নীতির পরিসর	**১-১**
২.১	শিশু সুরক্ষা নীতি কার/ কাদের জন্য প্রযোজ্য	১
২.২	কখন শিশুর সুরক্ষা নীতি কার্যকর হবে	১
২.৩	সংকটাপন্ন অবস্থার শিশুদের জন্য	১
	৩:শিশু সুরক্ষা নীতি ভঙ্গের ফলাফল	**২-২**
৩.১	প্রান্তজন-এর কর্মীদের জন্য	২
৩.২	সহযোগী সংস্থার কর্মীদের জন্য	২
৩.৩	দাতা, সাপোর্টার, ইন্টার্ন, পরমর্শক, স্বেচ্ছাসেবক ও দর্শনার্থীদের জন্য	২
	৪: বাস্তবায়ন	**২-৩**
৪.১	ভূমিকা	২
৪.২	শিশু সুরক্ষা নীতির প্রতি অনুগত থাকার দায়িত্বসমূহ	২
৪.৩	শিশুর সুরক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ফোকাল পয়েন্টদের /প্রধান ব্যক্তিদের দায়িত্ব	৩
৪.৪	সকল কর্মীদের দায়িত্ব	৩
৪.৫	লাইন ম্যানেজার / ব্যবস্থাপকদের দায়িত্বসমূহ	৩
	৫: বাস্তবায়নের মানদন্ডসমূহ	**৪-৬**
৫.১	ভূমিকা	৪
৫.২	মানদন্ডসমূহের সাধারন ব্যবহার	৪
৫.২.১	চাইল্ড স্পন্সরশিপ	৪
৫.২.২	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভূমিকা	৫
৫.২.৩	শিশুর প্রতি আচরণবিধি	৫
৫.২.৪	শিশুর নিরাপদ অংশগ্রহন	৫
৫.২.৫	সহযোগী সংস্থার সাথে কাজ	৬
৫.২.৬	শিশু বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ	৬
৫.২.৭	জরুরী অবস্থা ও দূর্যোগে শিশু	৬
	৬: প্রতিবেদন ও প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়াসমূহ	**৭-৯**
৬.১	ভূমিকা	৭
৬.২	ঘটনা সম্পর্কে প্রতিবেদন/রিপোর্ট জমা দেবার সময় অনুসরণীয় মূলনীতিসমূহ	৭
৬.৩	নির্যাতনের বিষয়টি প্রমাণিত হলে কর্মীদের বিরূদ্ধে এএবির ব্যবস্থা গ্রহণ	৭
৬. ৪	প্রতিবেদন প্রক্রিয়া (প্রান্তজন বাংলাদেশের কর্মীদের জন্য)	৮
৬.৫	প্রতিবেদন প্রক্রিয়া (প্রান্তজন বাংলাদেশের সহযোগী সংস্থাসমূহের জন্য)	৯
	পরিশিষ্ট	**১০-১৫**
পরিশিষ্ট -১	প্রান্তনের কর্মী ও সহযোগী সংস্থা যা করতে পারবেন এবং পারবেন না	১০
পরিশিষ্ট -২	শিশু নির্যাতন- প্রকারভেদ, প্রতীকী চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ	১১
পরিশিষ্ট -৩	অঙ্গীকারনামা (সংস্থার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, ইন্টার্ন, পরিদর্শক, দাতা ও সাপোর্টারদের জন্য)	১৪
পরিশিষ্ট -৪	কর্মীদের জন্য অঙ্গীকারনামা	১৫
পরিশিষ্ট-৫	অভিযোগ দাখিলের ফরম	১৫

এস এম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

১. সংজ্ঞা

১.১ শিশু:

১৮ বছরের নীচের সকল মানুষ।

১.২ শিশুর সুরক্ষা:

শিশুর সুরক্ষা বলতে যে কোন ধরনের উদ্দেশ্যমূলক বা উদ্দেশ্যহীন ক্ষতির হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করবার জন্য দর্শন, নীতিমালা, মানদন্ডসমূহ, নির্দেশাবলী এবং প্রক্রিয়াসমূহকে বোঝায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, সুরক্ষা বলতে সংগঠন এবং ব্যক্তিসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য বোঝায়, যারা শিশুদের যত্ন নেবার জন্য নিয়োজিত। (ইউনিসেফের সংজ্ঞা অনুসারে)

১.৩ শিশুর প্রতি অবিচার (ইউনিসেফের সংজ্ঞানুসারে):

শিশুর প্রতি অবিচার/সহিংসতা বলতে সকল ধরনের শারীরিক নির্যাতন, মানসিক হয়রানি, যৌন হয়রানি, অবহেলা বা অবহেলাজনিত আচরণ, বাণিজ্যিক বা অন্য ধরণের শোষণ বোঝায় যা শিশুর সরাসরি ক্ষতি করে বা করতে পারে।

শিশুর প্রতি অবিচার/সহিংসতা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হতে পারে বা শিশুকে হয়রানির/ নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা না করাও হতে পারে। শিশুর প্রতি অবিচার/সহিংসতা বলতে একজন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, বা প্রক্রিয়া স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় - শিশুর জন্য ক্ষতিকারক বা ভবিষ্যতে সুস্থ্যভাবে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক- যে আচরণ সমূহ কওে সে সকল কাজকে বোঝাবে।

২. শিশু সুরক্ষা নীতির পরিসর:

২.১ শিশু সুরক্ষা নীতি কার/ কাদের জন্য প্রযোজ্য:

এই নীতিমালা প্রান্তজন ও এর সহযোগী সংগঠনের সকল কর্মী (কর্মকর্তা/কর্মচারী), দাতা সংস্থা, পরামর্শক, দর্শনার্থী, পৃষ্ঠপোষক, সরবরাহকারী/সেবা প্রদানকারী সংস্থা, গণমাধ্যম প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবকদের উপর বর্তাবে, যেন তারা শিশুর মর্যাদা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

২.২ কখন শিশুর সুরক্ষা নীতি কার্যকর হবে?

যখন প্রান্তজন ও এর সহযোগী সংস্থার কর্মীবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবক, দাতা, ও পৃষ্ঠপোষকগণ বাংলাদেশে কোন কর্মসূচীতে শিশুদের সাথে সরাসরি আলাপচারিত ও মিথক্রিয়া করবেন। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে:

- কর্মসূচীসমূহ (মাঠ পর্যায়ে কাজে-সরাসরি বা সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে সম্পাদিত) যার মধ্যে রয়েছে অরক্ষিত শিশুদের আবাসস্থল, শহর ও গ্রামের শিশুদের জন্য নিরাপদ স্থানসমূহ (এল.আর.পি কর্মসূচী)
- বিপনন ও প্রচারাভিযান (শিশুদের ছবি, গল্প ও জীবনবৃত্তান্ত ব্যবহার) নিউজলেটারে ব্যবহার আমাদের কাজকে মার্কেটিং ও প্রচারাভিযানের কাজে লাগাতে, শিশু স্পন্সরশীপ কর্মসূচী।
- কর্মীদের শিশুদের জন্য পরিচালিত 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র' ব্যবস্থাপনা, শিক্ষানবীশ
- যে কোন দর্শনার্থী - পৃষ্ঠপোষক ও দাতাসহ যারা শিশুদের সংস্পর্শে আসবেন কর্মীব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত, বিষয়াদির ক্ষেত্রে - কর্মী নিয়োগ, প্রারম্ভিক ধারণালাভ (ইনডাকশন), প্রশিক্ষণ, সেকেন্ডমেন্ট।

২.৩ প্রতিবন্ধক বা সংকটাপন্ন অবস্থার শিশুদের জন্য:

এই অবস্থার শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার তাৎক্ষণিক সম্ভাব্য ঝুঁকির মধ্যে থাকে বাজরুরী অবস্থাতে বসবাস করে। প্রান্তজন যাদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে তাদের মধ্যে অনেকেই এই শ্রেণীভুক্তঃ

- গৃহ কাজ সহ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত শিশুরা,
- প্রতিবন্ধীরা,
- যে সকল শিশু প্রাতিষ্ঠানিক যত্নে লালিত, উদাহরণস্বরূপ প্রান্তজন বা এর সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হোম এইচআইভি আক্রান্ত বা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত শিশু
- যে সকল শিশু প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন: বন্যা, দুর্ভিক্ষ, গৃহযুদ্ধ, কলহ) দ্বারা আক্রান্ত যৌনকর্মীর শিশু, শিশু যৌনকর্মী, পথ শিশু, এতিম মা-বাবার সান্নিধ্য পায় না যে সমস্ত শিশু (শিশু পরিসরসহ)
- অভিবাসী শিশু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু বাড়ী থেকে পালানো শিশু

এস এম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

CamScanner

৩: শিশু সুরক্ষা নীতি ভঙ্গের ফলাফলঃ

৩.১ প্রান্তজন-এর কর্মীদের জন্যঃ

যে সকল কর্মীরা নিম্নলিখিত শিশু নির্যাতন মূলক কর্মকান্ডে জড়িত বলে প্রমাণিত হবেন তাদেরকে সংস্থা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হবে:

- কোন শিশুকে যৌনকর্মে প্রলুব্ধ করা বা জোরপূর্বক নিয়োজিত করা,
- শিশুকে যে কোন ধরণের বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিলের কর্মকান্ডে (যেমন পাচার, শিশুশ্রম) নেয়া,
- শিশুদের ছবি পর্নোগ্রাফী বা অন্য অন্যায্য কাজে ব্যবহার,
- কোন শিশুকে নির্যাতন করলে, অমানবিক শাস্তি দিলে,
- স্পন্সরদের কাছে চিঠি লিখতে অস্বীকৃতির জন্য বা ছবি না তোলার জন্য শাস্তি দেয়া হলে।

৩.২ সহযোগী সংস্থার কর্মীদের জন্যঃ

সহযোগী সংগঠনসমূহের কোন কর্মী শিশু নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত প্রমাণিত হলে তাকে সংস্থা থেকে বহিস্কার করতে হবে। যদি সহযোগী সংস্থা তা করতে ব্যর্থ হয় তবে, প্রান্তজন সেই সংস্থা/সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি বাতিল করবে। কারণ প্রান্তজন শিশুর প্রতি অন্যায় আচরণ, নির্যাতন ও শিশুশ্রমের প্রতি 'শূণ্য সহিষ্ণুতা' নীতি মেনে চলে।

৩.৩ দাতা, সাপোর্টার, ইন্টার্ন, পরামর্শক, স্বেচ্ছাসেবক ও দর্শনার্থীদেও ক্ষেত্রেঃ

দাতা, সাপোর্টার, ইন্টার্ন, পরামর্শক, স্বেচ্ছাসেবক ও দর্শনার্থীদের মধ্য থেকে যদি কাউকে দোষী পাওয়া যায় বা সন্দেহ হয় তবে বিদেশীদের ক্ষেত্রে স্ব স্ব দুতাবাসে এবং দেশীয় নাগরিকদেও ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে "রিপোর্ট" করা হবে।

৪: বাস্তবায়ন

৪.১ ভূমিকাঃ

যে কোন এবং সব ধরনের পদক্ষেপ নেবার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রনীত 'শিশু অধিকার সনদ' যা বাংলাদেশ কতৃর্ক স্বীকৃত, দেশের 'জাতীয় শিশু নীতিমালা' এবং অন্যান্য শিশুশ্রম ও পাচার সংক্রান্ত বিধিমালা ও সরকারী প্রয়োগ কাঠামো অনুসরণ করা হবে। 'শিশু সুরক্ষা নীতিমালা' সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য প্রান্তজন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- সকল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে যাতে শিশু সুরক্ষার বিষয়টি উল্লেখ থাকে তা নিশ্চিত করা হবে- একাগ্র অভিপ্রায় হিসেবে উল্লেখ থাকবে।
- সকল কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে তারা এই নীতি অনুধাবন করতে পারেন।
- বাধ্যতামূলকভাবে সকল কর্মী একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করবেন যে তারা এই নীতির প্রতি অনুগত থাকবেন।
- নতুন কর্মীদের প্রবেশন প্রক্রিয়া 'শিশু সুরক্ষা নীতি'সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অর্ন্তভুক্ত থাকবে, যেন তারা শিশুদের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন।
- সংস্থার প্রবেশন প্রক্রিয়া ও 'শিশু সুরক্ষা'সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অবশ্যই প্রান্তজনের নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ প্রক্রিয়া অর্ন্তভুক্ত থাকবে।
- যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- নিশ্চিত করতে হবে যে, কর্মী ব্যবস্থাপনা দল নিয়মিতভাবে অর্থাৎ ত্রৈমাসিক/ ষান্মাসিক, বার্ষিক ভিত্তিতে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা পর্যালোচনা করে যাতে এর পরিপূর্ণভাবে চর্চা হয়।

৪.২ শিশু সুরক্ষা নীতির প্রতি অনুগত থাকার দায়িত্বসমূহঃ

এই অনুচ্ছেদে, প্রান্তজনে কর্মরত ব্যক্তিসমূহ ও ইউনিটগুলোর শিশুদের প্রতি দায়িত্বশীলতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ('করণীয়' ও 'বর্জনীয়' তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ সংযোজিত।)

প্রান্তজন-এর নির্বাহী পরিচালক কর্মীব্যবস্থাপনা দলকে সঙ্গে নিয়ে নিম্নোক্ত বিষয় নিশ্চিত করার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন-

- 'শিশু সুরক্ষা' বিষয়ে বিদ্যমান স্থানীয় আইন সম্পর্কে সকল কর্মীর অবহিতকরণ/সচেতনতা নিশ্চিত করবেন ।
- কর্মীদের মধ্যে একজনকে 'শিশু সুরক্ষা নীতি'রবাস্তবায়ন প্রধান হিসাবে মনোনয়ন দেয়া, যিনি প্রবেশন প্রক্রিয়ায় সচেতনতা তৈরী করবেন। এছাড়াও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অন্যান্য কর্মী ও সহযোগী সংগঠনদের সচেতন করবেন।
- একটি প্রক্রিয়া তৈরী করবেন যার মাধ্যমে নির্যাতন ও নিপীড়নের অভিযোগগুলো লিখিত আকারে দাখিল ও তদন্ত করা যাবে। যে সকল কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া অবলোকন করবেন।

এস এম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

৪.৩ শিশুর সুরক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তি/ ব্যক্তিদের দায়িত্বঃ

প্রান্তজন-এর নির্বাহী পরিচালক, কর্মী ব্যবস্থাপনা দলের যে কাউকে শিশু সুরক্ষা নীতিমালাবাস্তবায়নে প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে নিযুক্ত করবেন, যিনি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবেনঃ

- নিশ্চিত করবেন যে, সকল কর্মী 'শিশু সুরক্ষা নীতি'র অনুলিপি পেয়েছেন এবং তার অঙ্গীকারনামায় (পরিশিষ্ট-৩,৪) স্বাক্ষর করেছেন।
- প্রারম্ভিক ধারণালাভ (ইনডাকশন) প্রক্রিয়া চলাকালে সংস্থায় সরাসরি কর্মরত সকল কর্মীর শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন।
- প্রান্তজন ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহের পরিচালনায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করবেন।
- তত্ত্বাবধায়ক বা ব্যবস্থাপকদের সাথে নিয়ে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ/আলোচনার ব্যবস্থা করবেন, যাতে কর্মীদেরকে নীতির প্রতি তাদের প্রতিজ্ঞাকে মনে করিয়ে দেয়া যায়।
- যে সকল কর্মী সরাসরি শিশুদের সাথে কাজ করেন (যেমনঃ শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের কর্মী) তাদের জন্য একটি নিয়মিত পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা।
- জেষ্ঠ্য ব্যবস্থাপকদের সাথে আলোচনা করে প্রকাশিত ও প্রাপ্ত ই-তথ্য জোগাড় করা, যা কর্মী ও শিশুদের প্রশিক্ষণের জন্য কাজে লাগবে।
- প্রান্তজন এর কর্ম এলাকায় বড় ধরনের দুর্যোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য মনোসামাজিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- মাঠকর্মী ও আশ্রয় কেন্দ্রে কর্মরতদের জন্য, শিশুর সুরক্ষা সম্পর্কিত কাউন্সেলিং এর মৌলিক তথ্য সম্বলিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা, যাতে তারা শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধ করতে পারেন। সবচেয়ে বড় বিষয়, এই সমস্ত ক্ষেত্রে শিশুদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য এই দক্ষতা প্রয়োজন।
- জাতীয় নীতিমালার আলোকে নিজস্ব নীতিকে সবসময় সময়োপযোগী রাখতে হবে, এবং তা সংস্থার জেষ্ঠ্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে।
- যে কোন ঘটনা ঘটলে কর্মীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে শিশুরা সুবিচার পায়।
- যে সকল কন্ট্রাক্টর, ভেন্ডর বা সরবরাহকারী 'সেফ হোম' বা শিশুদের জন্য নিরাপদ স্থানে যাতায়াত করেন তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা
- সকল কেইস/নথির গোপনীয়তা রক্ষা করা
- যে সকল কর্মীর বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ প্রমানিত হবে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত, বহিস্কার ও সাময়িক বরখাস্ত করার বিধিবিধান থাকতে হবে।
- বড় ধরনের অভিযোগ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনে ফলো-আপ করা।

৪.৪ সকল কর্মীদের দায়িত্বঃ

- শিশুর প্রতি অবিচার বা অন্যায়ের কোন ঘটনা যদি কোন কর্মী দেখে থাকেন বা শুনে থাকেন বা কারো কাছ থেকে জেনে থাকেন তবে অবশ্যই তিনি তার ব্যবস্থাপকের কাছে রিপোর্ট করবেন। তখন ব্যবস্থাপক, কান্ট্রি ডিরেক্টর বা মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে বিষয়টি অবহিত করবেন। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ না হওয়াপর্যন্ত সকল প্রমাণাদি সর্বোচ্চ মাত্রার গোপনীয়তার মধ্যে রাখা উচিত। শিশুকে পুনরায় নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- পরিশিষ্ট-৫ এ প্রদেয় ফর্মটি উক্ত কর্মী পূরণ করে (যদি তা ছুটির দিনও হয়)-মেইলেই বা সরাসরি নিজের ব্যবস্থপককে জমা দিবেন।
- কোন কর্মী বা সহযোগী সংগঠন সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে শিশু নির্যাতনের কোন ঘটনা জানা থাকলে তা ব্যবস্থাপকের কাছে জমা দিতে হবে।
- কোন কোন নির্যাতনকে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধমূলক বলে বিবেচনা করা হয়, প্রান্তজনকেও ঘটনার অবস্থা নিরপণ করে প্রয়োজন অনুসারে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে হবে যাতে নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া যায়।

৪.৫ ব্যবস্থাপকদের দায়িত্বসমূহঃ

- অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, তার দলের সকল কর্মী ও সহযোগী সংস্থাসমূহ শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে অবহিত; তাদের কাছে শিশু সুরক্ষা নীতি, শিশুঅধিকার, মানবাধিকারের ও জাতীয় শিশু নীতির নথিপত্র রয়েছে।
- নিশ্চিত করতে হবে, কর্মীরা রিপোর্টিং ও রেকর্ডিং সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন।

এস এম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজাবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

- শিশু সুরক্ষা নীতি, প্রতিবেদন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে কমিউনিটির সদস্য ও শিশু যারা 'শিশুদের জন্য নিরাপদ স্থান' ও এল.আর.পি তে আছেন তাদেরকে জানাতে হবে।
- শিশু অধিকার বিশেষত শিশুর সুরক্ষা সম্পর্কে কমিউনিটিকে সচেতন করার পর তাদেরকে শিশু সুরক্ষা কমিটি/ ওয়াচগ্রুপ (সমপর্যায়ের সংগঠন) গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা দেয়া যাতে করে তারা তাদের কমিউনিটিতে যে সব শিশু নির্যাতিত হতে পারে বা যারা তা করতে পারে তাদের চিহ্নিত করতে পারে।
- লাইন ম্যানেজাররা যে কোন ধরনের নির্যাতনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে প্রতিবেদন আকারে নির্বাহী পরিচালক বা শিশু সুরক্ষায় নিয়োজিত প্রধান ব্যক্তির কাছে পেশ করবেন।
- সম্ভাব্য সব জায়গায়, শিশুর ছবি বা ভিডিও করার পূর্বে মাতা-পিতার বা অভিভাবকের সম্মতি নিতে হবে। এমনকি ফান্ড তোলার জন্য যখন শিশুর ছবি ব্যবহৃত হবে।
- নিশ্চিত করতে হবে যে, দাতারা শিশুদের প্রতি ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে কোন বৈষম্য করে না।
- প্রশিক্ষণ ও আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের তাদের অধিকার, সঠিক, বেঠিক, গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য আচরণ এবং কী ভাবে প্রতিবেদন করতে হবে তা জানানোর মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করতে হবে।
- মূল দায়িত্ব হবে, পরিবীক্ষণ করা যাতে সকল কর্মী, সহযোগী সংগঠন ও দর্শনার্থী শিশু সুরক্ষা আইনের প্রতি অনুগত থাকে।

নিশ্চিত করতে হবে যে, সহযোগী সংস্থার সাথে স্বাক্ষরিত সকল চুক্তিপত্রে 'শিশু সুরক্ষা নীতির' প্রতি অনুগত থাকার বিবৃতি উল্লেখ থাকে। যারা এই নীতির প্রতি অনুগত থাকবে না তাদের সঙ্গে চুক্তিপত্র বাতিল হবে।

৫: বাস্তবায়নের মানদণ্ড সমূহ

৫.১ ভূমিকা

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা শিশুর নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকারের পরিচায়ক। শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে একজন ব্যক্তি এবং সংস্থার কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণবিধি প্রণয়ন, কর্মীদের নিরাপত্তা বিধান এবং সংস্থার সুনাম রক্ষার্থে এই নীতিমালায় সংযোজিত নথিসমূহ সামগ্রিকভাবে প্রান্তজন বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে একটি স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তথাপি, প্রণীতমানদণ্ড সমূহ কোন কর্মসূচী প্রনণয়নের পদ্ধতিমালা বা টুলস নয় এবং শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কোন কর্মসূচী প্রণয়নের পদ্ধতির বর্ণনা করে না অথবা একটি বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করে না।

৫.২ প্রণীত মানদণ্ড সমূহের সাধারণ ব্যবহার

এখানে মোট ৭টি মানদণ্ড বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি মানদণ্ডের সাথে কিছু 'কমপ্লায়েন্স' যুক্ত করা হয়েছে, যে সূচকসমূহ ঐ নিদৃষ্ট মানদণ্ড বাস্তবায়নের রূপরেখা সম্পর্কিত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করে। মানদণ্ড সমূহ অর্জনে ও অফিসে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিরাপদ পরিবেশ কার্যকর করার লক্ষ্যে এই বাধ্যবাধকতাগুলো অবশ্যপালনীয়।

৫.২.১ চাইল্ড স্পন্সরশীপ

চাইল্ড স্পন্সরশীপ কর্মসূচী শিশুদের সর্বোচ্চ স্বার্থ সুরক্ষায় নিয়োজিত। শিশু ও তার পরিবারের তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য চাইল্ড স্পন্সরশীপ কার্যক্রম সংবেদনশীলতার সাথে ও যথাযথভাবে পালন করা হয়।

- পৃষ্ঠপোষকদের পরিদর্শন নীতিমালা অনুসারে একজন শিশুকে পরিদর্শন করতে পৃষ্ঠপোষক ফান্ডিং এফিলিয়েটের মাধ্যমে কান্ট্রি প্রোগ্রামকে যথাযথভাবে অবহিত করবেন। পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন পরিদর্শন গ্রহন যোগ্য হবে না। ফলস্বরূপ, পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত কোন সাপোর্টারের পরিদর্শন বিষয়ে কান্ট্রি প্রোগ্রাম ফান্ডিং এফিলিয়েটের সাথে পরামর্শক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- একজন পৃষ্ঠপোষক শিশু ও কমিউনিটি পরিদর্শনের পূর্বে শিশুর সাথে যোগাযোগ স্থাপন, আদানপ্রদান এবং শিশুর ছবির ব্যবহার ১ সংক্রান্ত নীতিমালা বিষয়ে সম্যক অবগত থাকবেন। এই নীতিমালা ও নির্দেশিকা সমূহ অমান্য করার পরিণতি এবং প্রতিবেদন তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে স্পন্সরগণ অবশ্যই অবহিত থাকবেন। স্পন্সরগণ লিখিতভাবে এই নীতিমালা ও নির্দেশিকা সমূহের প্রাপ্তিস্বীকার করবেন এবং এই নথিগুলো তারা পড়েছেন ও বুঝেছেন বলে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। স্পন্সরশীপ বিভাগ সাপোর্টারের পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিবেদন ও ছবি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।
- স্পন্সরশীপ প্রক্রিয়ায় স্পন্সর ও শিশুর মধ্যে যোগাযোগের ঠিকানা বিনিময় করা যাবে না।[২]
- স্পন্সরশীপ প্রক্রিয়ায় যেকোনো নতুন মডেল (যেমনঃ ডিজিটাল যোগাযোগ) প্রণয়ন করার পূর্বে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরূপণ, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

এস এম শাহ...
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

CamScanner

- যেকোনো ধরনের বিপণন কার্যক্রমের অর্থ ও উদ্দেশ্য পর্যাপ্ত সময় নিয়ে এমনভাবে শিশুকে ব্যাখ্যা করতে হবে যার মধ্য দিয়ে শিশু তার কমিউনিটির উন্নয়ন মানদন্ডে অবদান রাখবার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে।
- কোন স্পন্সর স্পন্সরশীপ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান বন্ধ করে দিলে অথবা তাকে অন্য ফান্ডিং বা বিপণন কার্যক্রমে স্থনান্তর করলে, এই সম্পর্কে শিশুকে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।
- স্পন্সরশীপ কার্যক্রমে যুক্ত সকল কর্মী (অর্থাৎ মেসেজ সংগ্রহ, ছবি তোলা ইত্যাদি) সচেষ্ট থাকবেন যাতে করে বিষয়টি শিশুদের জন্য একটি ইতিবাচক, আনন্দময় ও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়ক হয়।

১. বিস্তারিত তথ্যের জন্য স্থিরচিত্র, ভিডিও ও কেস স্টাডিতে শিশুর ছবি ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা দেখুন।

২. ফান্ডিং এফিলিয়েট দেশসমূহে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত আইন বলবত রয়েছে । এ ধরনের আইনের আওতায় পৃষ্ঠপোষকদের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা ও প্রান্তজনের বাইরে কারো সাথে বিনিময় না করার বিধান রয়েছে।

৫.২.২ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভূমিকা

- নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রান্তজন-এর শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বিষয়ক অঙ্গীকারের একটি সাধারণ ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- চাকরির আবেদনপত্র ও সাক্ষাৎকার নিরীক্ষণ ফরম্যাটে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে চাকরি প্রার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণের সুযোগ অন্তর্ভুক্তহবে।
- সফল চাকরিপ্রার্থীর ও সম্ভাব্য কর্মীর রেফারেন্স নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিশু সুরক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে
- চাকরির চুক্তিপত্র সাক্ষরের সময় বা পূর্বে সকল কর্মী শিশু সুরক্ষা নীতিমালা গ্রহণ করবেন, পড়বেন ও স্বাক্ষর করবেন।
- পরামর্শকদের চুক্তিপত্রে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বিষয়ে একটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- শিশু সুরক্ষা বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টদের কর্মদায়িত্বের বিবরণে (জব ডেসক্রিপশন) শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে, যা কর্মীর পারফরমেন্স পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় মূল্যায়িত হবে।
- সকল পর্যায়ের সকল কর্মীর জন্য শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ (ইনডাকশন) ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক।
- শিশু সুরক্ষা নীতিমালার আওতায় বিশেষজ্ঞ পদে নিযুক্ত কর্মীর জন্য যথাযথ ও বিস্তারিত প্রশিক্ষণ কোর্সের বিধান থাকবে।
- ঝুঁকি পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় শিশু সুরক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫.২.৩ শিশুর প্রতি আচরণবিধি (শিশুর প্রতি প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে সকলের স্বচ্ছ ধারণা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে)

- কিভাবে আচরণসমূহ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত এবং আচরণসমুহ কি গুরুত্ব বহন করে। তারা নিশ্চিত করবে যে শিশুর প্রতি তাদের আচরণ প্রত্যাশিত পর্যায়ের এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে তারা অবগত থাকবে।
- প্রান্তজনের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে শিশুদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সকল দর্শনার্থী, পরামর্শক, স্বেচ্ছাসেবক, ইন্টার্ন, পৃষ্ঠপোষক, দাতা সংস্থা, বোর্ড সদস্যদের শিশুর প্রতি যথাযথ আচরণ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা আবশ্যক। সকল দর্শনার্থী, পরামর্শক, স্বেচ্ছাসেবক, ইন্টার্ন, পৃষ্ঠপোষক, দাতা সংস্থাকে শিশু সুরক্ষীতিমালা বিষয়ে অবহিত করা ও নীতিমালায় তাদের স্বাক্ষর গ্রহণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত হবে[৩]।
- স্পন্সরড শিশু/ সংস্থার কার্যক্রমের সাথে যুক্ত শিশুদের পরিদর্শনের / তাদের সাথে যোগাযোগের সময় দর্শনার্থীদের সাথে প্রান্তজন এর কর্মী উপস্থিত থাকবেন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট ১ ও ২ দেখুন

[৩] পরিশিষ্ট ৩ এ সংযুক্ত ফরমে স্বাক্ষর করতে হবে।

৫.২.৪ শিশুর নিরাপদ অংশগ্রহণ

- কোন ইভেন্ট/ অনুষ্ঠান/কার্যক্রমের সাথে যুক্ত শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব শিশুর সাথে উপস্থিত কর্মীর ওপর বর্তাবে। এই সকল কর্মীকে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের পূর্বে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা আবশ্যক।
- প্রকল্প/ ইভেন্ট/কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিশুদের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে তাদের নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে করণীয় এবং বিপদাপন্ন পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা।
- কোন শিশুর প্রান্তজন অফিস পরিদর্শনের সময় একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সাথে উপস্থিত থাকবেন; অথবা শিশু পরিদর্শনের অনুমতি সংক্রান্তচিঠি সাথে বহন করবে ও পরিদর্শনের সময় পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানে থাকবে।

ত্রস এম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

- অফিস সময়সূচির বাইরে (যেমনঃ সপ্তাহান্তে) শিশুদের অফিস প্রাঙ্গণে আনার বিষয়টি ব্যবস্থাপকবৃন্দ অনুমোদন করবেন এবং যথাযথ কর্মীদের অবহিত করা হবে। অনুমোদন প্রদানের সময় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো (যেমনঃ যেকোনো ঝুঁকি ও দায় পর্যালোচনা) বিবেচনায় নেয়া হবে।
- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধি অফিস প্রতিপালন করবে।

৫.২.৫ সহযোগী সংস্থার সাথে কাজ

- সহযোগী সংস্থার সাথে সকল চুক্তিপত্রে প্রান্তজন-এর শিশু সুরক্ষা নীতিমালা প্রতিফলিত থাকবে এবং এর একটি অনুলিপিও চুক্তিপত্রের সংযুক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- যে সকল সহযোগী সংস্থা শিশুদের নিয়ে কাজ করে তারা যেন তাদের নিজস্ব শিশু সুরক্ষা নীতি ও বিধিমালা প্রনয়ণ করতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হবে।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রান্তজনএবং সহযোগী সংস্থা যারা যৌথভাবে শিশু বিষয়ে কাজ করছে তারা প্রান্তজন-এর সহযোগিতায় শিশু সুরক্ষা বিষয়ক চর্চার মানোন্নয়নে কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়নে একমত হবে।
- দাতাদের অনুদানভিত্তিক প্রকল্পে শিশু সুরক্ষা চর্চার লক্ষ্যে ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়নে ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে দাতাদের সাথে আলোচনা করা।

৫.২.৬ শিশু বিষয়েপ্রচার-প্রচারণা, গনমাধ্যম ও গনযোগাযোগ (ব্যক্তি পর্যায়ে ও সামষ্টিকভাবে শিশুদের মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে)

- স্থিরচিত্র, ভিডিও ও কেস স্টাডিতে শিশুর ছবি ব্যবহার বিধি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্মী, দর্শনার্থী ও পরামর্শকদের প্রদান করা হবে। গনযোগাযোগ বিভাগ প্রোগ্রাম এবং সহযোগী সংস্থার কর্মীদেও যোগাযোগ উপকরণ প্রয়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানকালে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।
- শিশু সুরক্ষা নীতিমালার একটি সারসংক্ষেপ, যেখানে এ নীতিমালার মূল বিষয়গুলো উল্লেখ থাকবে, প্রান্তজন এর সাথে কাজ করছে[৫] এমন গনমাধ্যমকর্মীদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যার মাধ্যমে তারা শিশু অধিকার বিষয়ে প্রান্তজনের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে অবগত হবে।

[৫] এই কাজের ধরন ফেলোশিপ বা পরামর্শক হিসেবে হতে পারে। অথবা বিশেষজ্ঞ সাক্ষাতাকার গ্রহণের মতো দাপ্তরিক যোগাযোগ ও হতে পারে।

- প্রান্তজন এর সাথে সংশ্লিষ্টতার মাত্রা নির্বিশেষে (স্পন্সরড বা কমিউনিটির শিশু) কোন শিশুর ছবি / ফটো কখনোই তার জন্য মর্যাদাহানিকরভাবে ব্যবহার করা যাবে না। এই নীতি শিশুর ঝুঁকি প্রকাশের সময়ও বলবত থাকবে। এর মাধ্যমে অগ্রহণযোগ্যভাবে ছবি ব্যবহারের ঝুঁকি হ্রাস পাবে। কোন শিশুরনগ্ন অবস্থার ছবি, যা তাকে যৌন বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করে, বা তার মর্যাদায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে অথবা তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় বাধার সৃষ্টি করে, প্রকাশ করা যাবে না।
- একজন শিশু অথবা তার বাবা-মা, অভিভাবকদের সম্মতিক্রমেই কেবলমাত্র তার তথ্য অথবা ছবি সংগ্রহ করা যাবে। এক্ষেত্রে, ঐ তথ্য বা ছবি কোথায় এবং কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা তাদের ব্যাখ্যা করতে হবে।[৬]
- একজন শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষা সর্বদাই শিশু অধিকার এবং শিশু বিষয়ে এডভোকেসির সুযোগের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।
- প্রান্তজন নিয়মিত ভিত্তিতে তাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরার জন্য প্রকাশনা (ছাপা এবং অডিও-ভিজুয়াল) প্রস্তুত করে থাকে। এসকল প্রকাশনায় শিশু সুরক্ষায় প্রান্তজন-এর অঙ্গীকার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।[৭]
- প্রচার-প্রচারণা, গনমাধ্যম, গনযোগাযোগ এবং এডভোকেসি কর্মকান্ড, বিশেষতঃ কোন ক্যাম্পেইন কার্জক্রম (সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং গ্রুপকে একটি ক্যাম্পেইন টুল হিসেবে গড়ে তোলা), শুরুকরবার ক্ষেত্রে নিয়মিত ভিত্তিতে ঝুঁকি নিরূপণকরা হয়ে থাকে। এ সকল ঝুঁকি নিরূপণ একটি দায়িত্ব প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ বাবস্থাপনার ভিত্তিতে একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন করা হবে।

৫.২.৭ জরুরী অবস্থা এবং দুর্যোগে শিশু

- শিশু সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট ইফাস্ট-এরও সদস্য হবেন।
- শিশু সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট এবং আর্তমানবতার সেবামূলক কর্মকান্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সম্ভাব্য ঝুঁকিথেকে শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবেন। এই কর্মপদ্ধতি শিশু সুরক্ষা নীতিমালার আলোকে তৈরি হবে যা একইসাথে অংশগ্রহণমূলক উপায়ে ও স্বচ্ছতার সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক ঝুঁকিগুলো ব্যবস্থাপনায় সহায়ক হবে।
- জরুরী অবস্থায় কর্মীবৃন্দ যথাযথ সতর্কতা ও প্রতিবিধানমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যেন শিশুরা কোন ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়।
- যেকোন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় শিশুরা সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। এক্ষেত্রে তাদের পরিবারকেও যথাসম্ভব অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বর্ধিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- কর্মীবৃন্দ ঝুঁকিপূর্ণ কমিউনিটির শিশুদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের বর্ণ, শ্রেণী, জাতিসত্তা, ধর্ম অথবা গোত্রের ভিত্তিতে পক্ষপাতিত্ব করবে না।

[৬] উদাহরণস্বরূপ, যে সকল পরিস্থিতিতে শিশু নির্যাতন বা নিপীড়নের শিকার হয়, সেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি।

এস এম শাহা[illegible]
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজাবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

[৭] শিশুর পুরো নাম ব্যবহার করা, অথবা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্যের সাথে (তারিখ, পরিবারের সদস্যদের নাম), যাতে করে তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি, পরামর্শক দ্বারা প্রণীত প্রকাশনা যেখানে কোন শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, দুইজন শিশুর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ, স্পন্সরদের নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত তথ্য, এবং প্রান্তজন এর ম্যাগাজিন যেখানে পরিদর্শনের তথ্য রয়েছে। মিডিয়া প্রকাশনা ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে শিশুর পুরো নাম ব্যবহার করবার প্রয়োজন হলে, তা শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণ করে কিনা তা বিবেচনায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি পর্যালোচনা করতে হবে এবং শিশু ও তার অভিভাবকদের কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত যথাযথ ভাবে অনুমোদন ও নথিবদ্ধ করতে হবে। স্থিরচিত্র, ভিডিও ও কেস স্টাডিতে শিশুর ছবি ব্যবহারসংক্রান্ত নির্দেশিকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

- অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহে (যেমনঃ অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র, সাইক্লোন বা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র) কর্মীবৃন্দ শিশুদের আবেগীয়, সামাজিক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমে শিশুদের মর্যাদা রক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক।[৮]
- প্রান্তজন এবং সহযোগী সংস্থা সমূহ নিপীড়ন এবং অন্যান্য ভীতিকর পরিস্থিতির শিকার সকল শিশুর পুনর্বাসনে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে।
- বিদ্যমান ঝুঁকি মোকাবেলা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি লিখিত প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন।
- শারীরিক চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করবে, যাতে তাদের জীবনযাত্রা যথাসম্ভব স্বাভাবিক থাকে।

[৮] উদাহরণস্বরূপ, শিশুর মুখমন্ডল এমনভাবে প্রদর্শন বা পরিবেশন করা যাবে না যা থেকে তার পরিচয় সনাক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে, নাম/পরিচয় গোপন রাখা বা ছদ্মনাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. প্রতিবেদন ও প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়াসমূহঃ

৬.১ ভূমিকাঃ

এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ যে, যে সকল শিশুরা নির্যাতনের সম্মুখীন হতে পারে তাদের জন্য অবশ্যই সুবিচার, কাউন্সেলিং, ও সহায়তা দরকার যা পরিবার ও কমিউনিটি থেকে পাওয়া যাবে। এই সহায়তা তাকে সুস্থ করবে, তার পুর্নবাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে। এটা তখনি সম্ভব যখন, কোন ঘটনা সঠিকভাবে রিপোর্ট করা হবে এবং বিচক্ষণতার সাথে বিবেচনা করা হবে। দমনমূলক তথ্য শিশুর মনে শংকার জন্ম দেয় শিশু যা থেকে অপকৃত হয়। তাই পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে শিশুর সর্বোত্তম লাভের কথা চিন্তা করা উচিত।

৬.২ যে কোন ঘটনা সম্পর্কে প্রতিবেদন/রিপোর্ট জমা দেবার সময় এবং প্রক্রিয়া চালু করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মূলনীতি অনুসরণ করতে হবেঃ

- শিশুর পরিচয় গোপন রাখতে হবে, যাতে অনেক মানুষ প্রশ্ন করে শিশুর জীবনকে সংকটময় না করে তোলে,
- যদি কোন শিশু নির্যাতন সম্পর্কে রিপোর্ট করে, তবে তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। যে কোন শিশুর জন্য এইটি অনেক বড় ব্যাপার, যদি তা তার পরিবার বা কাছের কারো বিরুদ্ধে হয়ে থাকে। অন্যথায় শিশুটি বিশ্বাসহীনতায় ভুগবে।
- কোন কর্মী এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ নেবে না যখন কোন শিশুর প্রতি নির্যাতন ঘটা সম্পর্কে কোন ধরনের সন্দেহ থাকবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নির্বাহী পরিচালক বা মূলপ্রতিনিধির এবং তারাই এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- নিম্নোক্ত কারণে প্রান্তজন তার কর্মী ও কমিউনিটি সদস্যের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেঃ
- যখন কোন কর্মী নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে বা সন্দেহ সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হবেন। সংগঠনের 'শূণ্য সহিষ্ণুতা' অনুসারে শিশুর প্রতি নির্যাতন সম্পর্কে প্রস্তাবিত আকারে প্রতিবেদন দাখিল করা সকলের কর্তব্য। যখন কেউ রিপোর্ট করে না, তখন সে নির্যাতনকারীকে রক্ষা করছে, শিশুকে নয়।
- যখন উপরোক্ত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপক বা কমিউনিটি নেতারা কোন নির্যাতন সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে।
- যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ক্ষতি করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোন অভিযোগ দাখিল করা হয়।

অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার জন্য ফ্লো-চার্ট দেখুন, সেখানে স্পষ্টভাবে সকলের দায়িত্ব বলা হয়েছে এবং যা প্রান্তজন'র শিশু সুরক্ষা নীতিকে বাস্তবায়িত হতে সহায়তা করবে। শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করার জন্য (পরিশিষ্ট-৫) ফরম পূরণ করতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মাধ্যমেই শিশু সুরক্ষাদলের কার্যক্রম শুরু হবে।

৬.৩ যদি নির্যাতনের বিষয়টি প্রমাণিত হয় তবে, প্রান্তজন তার কর্মীদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

- যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রেঃ তাৎক্ষণিক বহিস্কার এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে রিপোর্ট করা। আক্রান্ত শিশু/ শিশুদের পক্ষে আইনী লড়াই চালানো।
- শারীরিক নির্যাতনঃ প্রথমে সতর্ক করে দেয়া, দ্বিতীয় ঘটনাতেও সতর্ক করা এবং তৃতীয়বারে বহিস্কার করা। যদি নির্যাতনের ঘটনায় শিশু গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে তাৎক্ষণিক চাকুরীচ্যুতি।
- আবেগীয় নির্যাতন / মৌখিক ভাষায় নির্যাতনঃ প্রথমে সতর্ক করে দেয়া, দ্বিতীয় ঘটনাতেও সতর্ক করা এবং তৃতীয়বারে বহিস্কার করা।
- অবহেলা / উদাসীনতাঃ প্রথমে সতর্ক করে দেয়া, দ্বিতীয় ঘটনাতেও সতর্ক করা এবং তৃতীয়বারে বহিস্কার করা।

এস এম শাহাবুদ্দিন
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজাবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

৬.৪ প্রতিবেদন প্রক্রিয়া (প্রান্তজন এর কর্মী ও পরামর্শকদের জন্য)

২৪ ঘন্টার মধ্যে

প্রতিবেদন ফরম্যাট ব্যবহার করে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করুনঃ ফরমটি অনলাইনে বা কাগজে প্রিন্ট করে লাইন ম্যানেজার বা সংস্থার শিশু সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্টের কাছে জমা দিন (শিশু বা অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করবেন না, বা অন্য কোন কর্মীকে কিছু বলবেন না। এক্ষেত্রে পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।)

↓

অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাদের অবহিত করতে হবে: নির্বাহী পরিচালক (শিশু সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট অবহিত করবেন)

যদি শিশু চরম মাত্রায় বিপদাপন্ন হয়ে থাকে তবে তাকে তাৎক্ষণিক সুরক্ষা প্রদান করতে হবে, এবং যদি যৌন বা শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ থাকে, তবে ঐ শিশুটিকে তাৎক্ষনিক ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য নিতে হবে। আদালতে প্রমাণ হিসেবে ডাক্তারী পরীক্ষার প্রতিবেদন জরুরী। শিশুর মাতা-পিতা / অভিভাবককে জানাতে হবে।

↓

(পুরো প্রক্রিয়ায় পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।)

যদি অভিযোগ চরম মাত্রার অপরাধ নির্দেশক হয়, যেমন: যৌন বা শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ থাকে, তবে অভিযুক্ত কর্মীর বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে ।

সংস্থার শিশুর সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট পরিচালক/উপ-পরিচালককে সঙ্গে নিয়ে তদন্ত শুরু করবেন। প্রথমেই তারা অভিযুক্ত কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

↓

ঘটনার পরপরই শিশুটিকে পেশাদার কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা উচিত। কাউন্সেলরের মাধ্যমে দক্ষতার সঙ্গে ঐ শিশুর একটি বিবৃতি গ্রহণ করতে হবে। শিশুর মাতা-পিতারও কাউন্সেলিং প্রয়োজন হতে পারে।

যদি উত্থাপিত অভিযোগ আপাতভাবে সত্য বলে মনে হয় তবে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সেই কর্মীকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করতে হবে। সেই ব্যক্তি অবশ্যই শিশুর সংস্পর্শে আসতে পারবে না।

↓

শিশুকে অবশ্যই বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে অবিরত বা বারবার প্রশ্ন করা উচিত নয়। গণমাধ্যম যাতে শিশুটির কাছে আসতে না পাওে বা শিশুর নামও ডাতে কারো কাছে প্রকাশিত না হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তদন্ত কাজ অবশ্যই ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং অভিযুক্ত কমীকে তাৎক্ষনিকভাবে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।

↓

নির্যাতনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিশুটিকে আইনী সহায়তা দিতে হতে পারে, যা একটি লম্বা সময় ধরে চলতে পারে।

যদি অভিযোগ প্রমানিত হয়, তবে অভিযুক্ত কর্মীর বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাতে হবে এবং মামলাটি তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

শিশু নির্যাতন, নিবর্তন ও শিশুশ্রমের বিরূদ্ধে প্রান্তজন এর আপোষহীন 'শূণ্য সহিষ্ণুতা' নীতি রয়েছে।

এম শা[illegible]
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজাবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

৬.৫ প্রতিবেদন প্রক্রিয়া (প্রান্তজন এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মীদের জন্য)

২৪ ঘন্টার মধ্যে

প্রতিবেদন ফরম্যাট ব্যবহার করে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করুনঃ ফরমটি অনলাইনে বা কাগজে প্রিন্ট করে লাইন ম্যানেজার বা সংস্থার শিশু সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্টের কাছে জমা দিন (শিশু বা অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করবেন না, বা অন্য কোন কর্মীকে কিছু বলবেন না। এক্ষেত্রে পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।)

অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাদের অবহিত করতে হবেঃ নির্বাহী পরিচালক (শিশু সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট অবহিত করবেন)

যদি শিশু চরম মাত্রায় বিপদাপন্ন হয়ে থাকে তবে তাকে তাৎক্ষণিক সুরক্ষা প্রদান করতে হবে, এবং যদি যৌন বা শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ থাকে, তবে ঐ শিশুটিকে তাৎক্ষনিক ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য নিতে হবে। আদালতে প্রমাণ হিসেবে ডাক্তারী পরীক্ষার প্রতিবেদন জরুরী। শিশুর মাতা-পিতা / অভিভাবককে জানাতে হবে।

(পুরো প্রক্রিয়ায় পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।)

যদি অভিযোগ চরম মাত্রার অপরাধ নির্দেশক হয়, যেমনঃ যৌন বা শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ থাকে, তবে অভিযুক্ত কর্মীর বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে ।

সংস্থার শিশুর সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট পরিচালক/উপ-পরিচালককে সঙ্গে নিয়ে তদন্ত শুরু করবেন। প্রথমেই তারা অভিযুক্ত কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

ঘটনার পরপরই শিশুটিকে পেশাদার কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা উচিত। কাউন্সেলরের মাধ্যমে দক্ষতার সঙ্গে ঐ শিশুর একটি বিবৃতি গ্রহণ করতে হবে। শিশুর মাতা-পিতারও কাউন্সেলিং প্রয়োজন হতে পারে।

যদি উত্থাপিত অভিযোগ আপাতভাবে সত্য বলে মনে হয় তবে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সেই কর্মীকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করতে হবে। সেই ব্যক্তি অবশ্যই শিশুর সংস্পর্শে আসতে পারবে না।

শিশুকে অবশ্যই বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে অবিরত বা বারবার প্রশ্ন করা উচিত নয়। গণমাধ্যম যাতে শিশুটির কাছে আসতে না পাওে বা শিশুর নামও তাতে কারো কাছে প্রকাশিত না হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তদন্ত কাজ অবশ্যই ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং অভিযুক্ত কর্মীকে তাৎক্ষনিকভাবে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।

নির্যাতনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিশুটিকে আইনী সহায়তা দিতে হতে পারে, যা একটি লম্বা সময় ধরে চলতে পারে।

যদি অভিযোগ প্রমানিত হয়, তবে অভিযুক্ত কর্মীর বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাতে হবে এবং মামলাটি তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

এস এম শাহাতাব্বা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজাবি-উল-কবির
চেয়ারম্যান
প্রান্তজন, বরিশাল।

পরিশিষ্ট -১

কিছু বিষয় যা সংস্থার কর্মী ও সহযোগী সংস্থা করতে পারবেন না:

- কোন শিশু যদি অসুস্থ নাহয় বা তার যদি বিশেষ সেবার দরকার না হয় তবে তার সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় সময় কাটানো যাবে না।
- মাতা-পিতা বা প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন শিশুকে নিজের (কর্মীর) বাড়ীতে নেয়া যাবে না।
- কোন আর্থিক সহায়তা পাবার জন্য শিশুকে অনৈতিকভাবে ব্যবহার করা যাবে না।
- ক্ষতিকারক হোক বা না হোক 'শিশুশ্রম'কে উৎসাহিত করা যাবে না।
- প্রতিবন্ধিতা, ধর্ম, বর্ণ, আকৃতি বা নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কারো প্রতি বৈষম্য করা যাবে না।
- কোন অবস্থাতেই কোন শিশুকে আঘাত করা যাবে না।
- কখনোই কোন শিশুর সাথে শারীরিক বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।
- কখনোই মৌখিক বা মানসিকভাবে কোন শিশুকে নির্যাতন, উত্যক্ত বা অবহেলা করবেন না।
- কোন শিশুকে বিপথগামী বা নিজের (কর্মীর) জন্য গৃহকর্মে বাধ্য করা যাবে না।
- অন্য শিশুর উপস্থিতিতে কোন শিশুকে এককভাবে কোন উপহার দেয়া যাবে না।
- কোন শিশুকে আলিঙ্গন বা জড়িয়ে ধরবেন না যা তার জন্য অস্বস্তিকর।
- শিশুর মাতা-পিতা বা শিশুর অনুমতি ব্যতিরেকে তার ছবি তোলা বা ভিডিও ধারণ করা যাবে না।
- কোন শিশুর সামনে ধুমপান বা মাদক গ্রহণ করবেন না।

(অনুগ্রহ করে শিশু নির্যাতনকারীকে রক্ষা করবেন না)

এস এম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

কিছু বিষয় যা সংস্থার কর্মী ও সহযোগী সংস্থার জন্য করণীয়:
(অবশ্যই করুন)

- শিশুদের সাথে সম্মানের সঙ্গে আচরণ করুন যাতে তাদের একান্ততা ও শরীরের নিরাপত্তা বজায় থাকে। এটা অবশ্যই মানতে হবে যে সকল শিশু একই রকম ধী-শক্তির অধিকারী নয়, তাদের অন্যান্য পারঙ্গমতা ও দক্ষতাকে মর্যাদা দিন।
- শিশুকে যে কোন পেশার ব্যক্তির যেমন: ডাক্তারের সাথে সাক্ষাতের সময় সঙ্গ দিন।
- সংস্থার কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য সকল শিশুর সুযোগ সৃষ্টি করুন ।
- শিশুদের জন্য শিশু-বান্ধব পরিবেশ সৃজন করুন ।
- শিশুদেরকে নিরাপদ ও অনিরাপদ আচরণ, স্পর্শ ও বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দিন।
- শিশু সুরক্ষার অধিকারসহ শিশুর সকল অধিকার সম্পর্কে শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে।
- কিশোর-কিশোরীদের মাঝে জীবন দক্ষতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করতে হবে যেন তারা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় নিপতিত না হয়।
- কথায় ও আচরণে শিশুদেরকে ইতিবাচক উদ্দীপনায় গড়ে তুলুন।
- যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষ যত্ন নিন এবং নিশ্চিত করুন যে, অফিস ভবন, শিশুর নিরাপদ স্থানসমূহ ও নিরাপদ হোমগুলো প্রতিবন্ধকতাবিহীন / প্রবেশগম্য।
- নিশ্চিত করতে হবে যাতে শিশুরা শিক্ষা ও ভবিষ্যত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড থেকে বঞ্চিত না হয়।
- শিশু কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থার পাশাপাশি আগুনের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা ও সঠিক পয়নিস্কাশন ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে।
- শিশুদের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় রীতি ও সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য থাকা প্রয়োজন।
- সহযোগী সংগঠনের কর্মীবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষক, পিটিএ সদস্য এবং স্থানীয় সংগঠনের সদস্যরা অবশ্যই প্রান্তজন-এর শিশু সুরক্ষা নীতমালা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পাবে, তারা এই নীতির প্রতি অনুগত থাকবেন।
- কোন শিশু, পিয়ার, বা সহকর্মীর কাছ থেকে প্রাপ্ত কোন নির্যাতনের খবর তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ আকারে লাইন ম্যানেজার বা প্রান্তজন শিশু সুরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে।
- যখন কোন জরুরী অবস্থা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে কাজ করবেন তখন শিশুকে সকল ক্ষতির বিশেষত: পাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।
- শিশুর সর্বোৎকৃষ্ট স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকে সকল কর্মকান্ডের মধ্যমনি করতে হবে।

মনে রাখুন, কোন নির্যাতন সম্পর্কে অভিযোগ করতে যে কোন শিশুকে যথেষ্ট সাহসের অধিকারী হতে হয়। তাই যখন কোন শিশু যে কোন ধরনের নির্যাতনের কথা বলে বা অভিযোগ করে, তখন তাকে বিশ্বাস করুন।

রেজবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

CamScanner

পরিশিষ্ট-২

শিশু নির্যাতন- প্রকারভেদ, প্রতিকী চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ

চার ধরনের শিশু নির্যাতন রয়েছে:

- শারীরিক নির্যাতন
- আবেগীয়/ মানসিক/ মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন
- যৌন নির্যাতন
- অবহেলা

(দয়া করে পরিশিষ্ট দেখুন: যেখানে বিস্তারিত চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ এবং শিশুদের উপর এদের প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)

এটা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর যে কোন দেশের শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এটা গোপনীয়ভাবে হয়। এ ধরনের ঘটনা কেবল মাত্র দরিদ্র পরিবার যারা বস্তি বা দরিদ্রতার মধ্যে বসবাস করে, সেখানেই ঘটে না। এ ঘটনা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এর সারমর্ম হচ্ছে, আপনার নিজের সন্তান সম্পর্কেও সচেতন থাকা কারণ তারাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাড়ী বা রাস্তাঘাটে নির্যাতনের ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

শারীরিক নির্যাতন

শারীরিক নির্যাতনের উদাহরণ	চিহ্নসমূহ	প্রভাব
লাঠি, রুলার, বেল্ট বা যে কোন বস্তু দ্বারা আঘাত করা	শরীরে আঁচড়ের দাগ	বয়স্কদের ভয় পাওয়া (এর মধ্যে মাতা-পিতা, বড় ভাই- বোন, প্রতিবেশী, শিক্ষক, পুলিশঅর্ন্তভুক্ত)
	হাতে বা শরীরে পোড়া চিহ্ন	
চড়/থাপ্পড় দেয়া	মুখে বা শরীরের অন্য স্থানে কালশিটে দাগ	
ধাক্কা দেয়া		
শ্বাসরোধ করা	কামড়ের চিহ্ন	উগ্রতা বা বিষন্নতা
ছুঁড়ে মারা	হাঁটা-চলা বা বসতে অসুবিধা হওয়া	বিচ্ছিন্নতা বোধ বা হাল ছেড়ে দেয়া
খোঁচা দেয়া	স্কুলে অনুপস্থিত থাকা	আসক্তি
কামড় দেয়া	উগ্রতা প্রদর্শন	গৃহ থেকে পলায়ন
আত্মহত্যায়/ হত্যায় সহায়তা বা প্ররোচনা দেয়া	অন্য শিশুদেরকে মারা বা ছোটদেরকে দলবদ্ধভাবে আক্রমন করা	নির্যাতনকারীর উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে নিজ গৃহ বা স্কুলে বা অন্য স্থানে ফিরতে চায় না।
গৃহকর্মে বা উৎপাদন কেন্দ্রে বিশেষত:	শারিরীক ক্ষতচিহ্নের ব্যাখ্যা না দেয়া	
ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম	হাঁড়গোড় ভেঙ্গে যাওয়া	
সিগারেট বা অন্য কিছু দিয়ে পোড়ানো		
শিশুর বয়স ও ওজনের সঙ্গে ভারসাম্যহীন/ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন		
বহনে বাধ্য করা		
বেঁধে রাখা/ শিকলে আবদ্ধ করা		
ডুবিয়ে মারা/ নিমজ্জিত করা		
শ্বাসরোধ করা		
চুল ধরে টানা		
অপমান করা		
এসিড নিক্ষেপ করা		

এস এম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজবি-উস-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

যৌন নির্যাতন

উদাহরণ	চিহ্নসমূহ	প্রভাব
একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোন শিশুর কাছে নিজের যৌনাঙ্গ দেখায় বা শিশুকে তা করতে চাপ দেয়	বিষন্নতা, চিন্তাযুক্ত, হাল ছেড়ে দেয়া	অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ
	বিছানা ভেজানো	যৌন বাহিত রোগসমূহ
	ঘটনা সম্পর্কে শিশু অভিযোগ করছে	অন্যান্য শারীরিক সমস্যা
	অনিদ্রা, ঘুমের মধ্যে ভয়	এইচআইভি এবং এইডস
প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোন শিশুর যৌনাঙ্গস্পর্শ করে বা শিশুকে দিয়ে নিজের(বয়স্ক ব্যক্তির) যৌনাঙ্গ স্পর্শ করায়।	আগ্রাসী এবং ক্রোধান্বিত আচরণ	মাদক ব্যবহার
একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোন শিশুকে পর্নোগ্রাফীতে নিযুক্ত করে বা ঐ ধরনের সামগ্রী দেখায়।	নির্দিষ্ট বয়স্ক ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলা	মাদকাসক্তি
একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোন শিশুর সঙ্গে মুখ, যৌনাঙ্গ বা পায়ুপথে যৌন সম্পর্ক করেছে	বাড়ী থেকে পলায়ন	যখন শিশু যৌন সংস্পর্শের ভয়ের মধ্যে বড় হয়, তখন একটি সুস্থ যৌন জীবন থেকে ব্যর্থ হয়
মৌখিক বা অন্যভাবে যদি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোন শিশুকে যৌন বিষয়ে মতামত দেয়	স্কুলে অমনোযোগী বা পরীক্ষায় ফেল	আত্মহত্যার প্রবণতা
প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যকার যৌনকাজ দেখতে কোন শিশুকে বাধ্য করা	নিজের দেহে ক্ষত তৈরী করে	কিছু কিছু শিশু তাদের নির্যাতককে হত্যাও করেছে।
কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দুই বা ততোধিক শিশুকে নিজেদের মধ্যে যৌন কর্মে লিপ্ত হতে জোর প্রয়োগ করে	কিছু ভঙ্গিমায় বসতে অস্বস্তি	বয়স্কদের প্রতি অবিশ্বাস তৈরী
কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি নিজের যৌন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য শিশুর দেহে প্রকৃতি বিরুদ্ধে কোন বস্তু প্রবেশ করায়	অর্ন্তবাসে রক্ত পাওয়া যায়	মনস্তাত্ত্বিক বা স্নায়ুরোগ
কাজ, বিয়ে বা দেহ ব্যবসার নামে পাচার করা	নিজের যৌনাঙ্গের প্রতি অধিকহারে উৎসাহ বৃদ্ধি	যৌন নির্যাতনের কারণে ঘটে যাওয়া শারীরিক বৈকল্য কোন নারী শিশুকে সন্তান ধারনে অক্ষম করে তোলে
	অন্য শিশুদের নির্যাতন ও যৌন নিগ্রহ করা	গর্ভপাত
	শরীরের অঙ্গ কোন বস্তুর সঙ্গে নিয়মিত ঘষা	
	অতি সাবধানী যৌন আচরণ	
	হস্তমৈথুন	
	যৌনাঙ্গে আঁচিল	
	রাত্রে ঘুমের মধ্যে ভয় পাওয়া বা ঘুমের অসুবিধা হওয়া	
	পুরুষাঙ্গ বা বীর্য সদৃশ কোন খাদ্য খেতে অক্ষমতা	
	গালিগালাজ ও যৌনশব্দ ব্যবহার করা	
	অব্যাহত পেট ব্যাথা	
	যৌন বাহিত রোগসমূহ	
	যৌনাঙ্গ, মুত্রথলি বা পায়ুপথোয়ন্ত বৈকল্য	
	গর্ভধারণ	

এস এম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজাবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

CamScanner

মনস্তাত্ত্বিক/ মানসিক নির্যাতন

উদাহরণ	চিহ্নসমূহ	প্রভাব
যখন বর্ণ, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক কারণে বৈষম্য বা নির্যাতন ঘটে থাকে	শিশুরা কারো সঙ্গে মেশে না বা একাকী হয়ে পড়ে।	কম আত্মবিশ্বাস ও নিজেকে কম প্রয়োজনীয় মনে করা
যখন শিশুরা খেলা বা অবসর কাটানোর সময় পায় না।	আবেগ ও আচরণ পরিবর্তন হয়	মাদক ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার
যখন শিশুদের ক্লাসরুমের বাইরে দাঁড় করিয়ে বা অন্ধকার বদ্ধ ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়।	অন্য শিশু বা ভাই- বোনদের অত্যাচার করে নজর কাড়তে চায়	অন্য শিশুদেরকে মারা বা ছোটদেরকে আক্রমন করা
কোন শিশুকে যখন তার উচ্চতা, ওজন ও শারীরিক গঠনের জন্য অবিরত খোঁটা দেয়া হয়।	খাবারে অনিয়ম	মানসিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা
শিশুরা তাদের মাতা-পিতা দ্বারা অবহেলিত হয়, সঠিক পরিচর্যা পায় না।	অতিরিক্ত বা কম পোষাক পরিধান	শিক্ষায় বা পড়াশোনায় অর্জন নেই বললেই চলে।
যখন শিশুরা তাদের মাতা-পিতার কাছ থেকে ভালবাসা ও মমতা পায় না ।	অতিরিক্ত বা কম পোষাক পরিধান বয়স্ক ছাত্র বা শিক্ষকদের প্রতি আবেগীয় আসক্তি	দীর্ঘকালীন অসুস্থতা
শিশু যখন দীর্ঘ সময় বয়স্ক কারো সেবা পায় না।		
যখন মাতা-পিতা তাদের শিশুদের সাথে সময় কাটান না।		মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক উন্নয়নে
শিশুদের যখন অপমান করা হয় এবং বলা হয় তারা বোকা		মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক উন্নয়নে তুলনামূলক কম ফলাফল।
যখন শিশুরা মে.খিকভাবে তাদের মাতা-পিতা, বড় ভাই-বোন বা শিক্ষক দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়।		
শিশুরা যখন বাল্যবিবাহ ও গর্ভধারনে বাধ্য হয়।		
যখন শিশুকে কোন পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য করা হয়।		

এস এম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

CamScanner

উদাহরণ	চিহ্নসমূহ	প্রভাব
▯ অপরিচ্ছন্নতা ▯ তারা পর্যাপ্ত খাদ্য পায় না ▯ প্রয়োজনে চিকিৎসা সেবা পায় না ▯ শিশু কালীন সময়ের সংক্রমন ও রোগের বিরুদ্ধে অপর্যাপ্ত টিকা প্রদান। ▯ মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না ▯ যখন পিতা-মাতা তাদের সন্তান কোথায় সে সম্পর্কে কোন খোঁজখবর রাখেন না, তারা খেয়েছে কি খায় নি, বা তাদের স্কুলের দেয়া বাড়ীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে কি না সে সম্পর্কে কোন খোঁজখবর রাখেন না।	▯ প্রতিদিন গোসল করে না। ▯ তাদের চুল আঁচড়ানো থাকে না, চুলে উকুন, শরীরে ঘা ও গায়ে গন্ধ থাকে। ▯ অব্যাহত ক্ষুধা, দুর্বলতা ▯ খাবার ও কাপড়ের জন্য ভিক্ষা ও চুরি করা, অব্যাহত খারাপ স্বাস্থ্য ▯ স্কুল থেকে দীর্ঘ বিরতি ও ছুটিকাটানো ▯ স্কুলে দেয়া বাড়ীর কাজ বা অন্য এসাইনমেন্ট করতে ব্যর্থ হওয়া ▯ বয়স উপযোগী শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন হয় না।	▯ দীর্ঘকালীন অপুষ্টিজনিত খারাপ স্বাস্থ্য ▯ শিক্ষায় কম অর্জন ▯ মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উন্নয়নে তুলনামূলক কম ফলাফল।

পরিশিষ্ট-৩

অঙ্গীকারনামা

(সংস্থার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, ইন্টার্ন, পরিদর্শক, দাতা ও সাপোর্টারদের জন্য)

আমি, জনাব---------- (বড় অক্ষরে নাম লিখুন) প্রান্তজন-এর শিশু সুরক্ষা নীতি পড়েছি ও বুঝতে পেরেছি। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে সকল শিশুর সুরক্ষা প্রদানে কাজ করবো। আমি কাজ করার সময় সংস্থার কর্মসূচী , প্রকল্প ও কর্মকান্ডে সম্পর্কিত সকল শিশুর সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর থাকবো।

স্বাক্ষর (পূর্ণ নাম)----------

কর্মী / স্বেচ্ছাসেবক / পরিদর্শক / ইন্টার্ন / দাতা / সাপোর্টার (√ দিন)

তারিখ:

এস এম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।

CamScanner

অভিযোগ দাখিলের ফরম (এটি একটি গোপনীয় দলিল)

১. নির্যাতনের ঘটনা যার মাধ্যমে জানা গেছে
শিশু/ কর্মী/ কমিউনিটি সদস্য/ অন্যান্য (√ চিহ্ন দিন)

২. শিশুর বিস্তারিত তথ্যঃ

শিশুর নাম	ঃ				
লিঙ্গ	ঃ	নারী/পুরুষঃ	বয়স (আনুমানিক)	ঃ	

৩. ঘটনার পূর্ণ বিবরণঃ

তারিখ	ঃ		সময়	ঃ		স্থান	ঃ
যখন (তারিখ) বিষয়টি আমি জানতে পারলাম				ঃ			
অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম				ঃ			
অভিযুক্ত ব্যক্তি কে? √(চিহ্ন দিন	ঃ	প্রান্তজন-এর কর্মী/ সহযোগী সংস্থার কর্মী/ দাতা/ স্বেচ্ছাসেবক/ ইন্টার্ন/ সাপোর্টার/ ভেন্ডর/ সরবরাহকারী/ পরামর্শক, কন্ট্রাক্টর					
অভিযোগের প্রকৃতি বিস্তারিত লিখুন	ঃ						

৪.অভিযোগ দাখিলকারীর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণঃ আপনি কি দেখেছেন?

ক্ষত, আঘাত, শিশুটি হতবাক, অন্যান্য (উল্লেখ করুন)ঃ

৫.অন্য কোন ব্যক্তি বা শিশু ঘটনার সাথে জড়িত কি না? (উত্তর হ্যাঁ হলে, ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন)

৬. অন্য কোন তথ্য যা আপনি দিতে চান ঃ

রিপোর্ট/ অভিযোগ দাখিলকারীর স্বাক্ষর	অভিযোগকারীর লাইন ম্যানেজারের স্বাক্ষর	শিশু সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্টের স্বাক্ষর
নাম:	নাম:	নাম:
পদবী:	পদবী:	পদবী:
তারিখ:	তারিখ:	তারিখ:

শিশু সুরক্ষা ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা (তারিখের ক্রমানুসারে)

ক.

খ.

এস এম শাহাজাদা
নির্বাহী পরিচালক
প্রান্তজন, বরিশাল।

রেজবি-উল-কবির
চেয়ারপার্সন
প্রান্তজন, বরিশাল।